দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

205

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করা একটি মহৎ উদ্যোগ। এটা একটি মৌলিক অধিকার এবং সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তাই শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সরকার গত বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দশ হাজার শূন্য পদ পূরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় তিন লাখ ছেলে-মেয়ে উক্ত পদে চাকরি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। দরখাস্তের ভিত্তিতে এরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জেলা প্রশাসকের কক্ষে মৌখিক পরীক্ষার আহ্বান জানানো হয়। বর্তমানে প্রায় সব জেলার মৌখিক পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যারা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে-তাদের অনেকেরই হয়ত-চাকরি হবে না। কেননা বর্তমান শূন্য পদের চেয়ে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় তিন গুণ। তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে এদের অনেকেরই চাকরি হবে না। তাই শিক্ষা সচিব, শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্য থেকে একটি প্যানেল তৈরি করার জন্য। তাতে যাদের চাকরি হবে তারা তো সোনার হরিণ পাবে। আর যারা প্যানেলে থাকবে তারাও অন্তত সোনার হরিণ ধরার আশা তো করতে পারবে। কারণ আশা করা অপরাধ নয়। আশা কখনো কখনো মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তাছাড়া অতীত সরকারের আমলে এভাবে

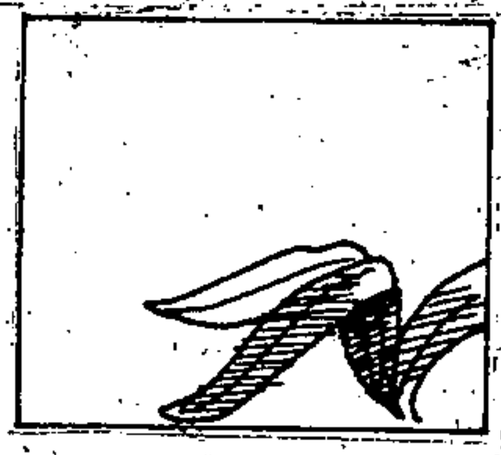

প্যানেল তৈরি করার ইতিহাস আমরা দেখেছি। আবার অন্য দৃষ্টিতে বলা যায়-বার বার সার্কুলার দেয়া ও নিয়োগ প্রক্রিয়াসম্পন্ন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝামেলাপূর্ণ। তাতে অনেক সময় শিশুদের জন্য যথাসময় শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় না। প্যানেল তৈরি করা হলে অনেকেরই সরকারি চাকরি লাভের মাধ্যমে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত পাওয়া সম্ভব হত। না হয় অনেকেরই জীবনে নেমে আসবে ঘন অমাবশ্যা। যা থেকে হয়ত আর কখনো মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যানেল তৈরি করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা রাখি কর্তৃপক্ষ অসহায় বেকারদের অনুরোধের প্রতি দৃষ্টি দিবেন।

আজাদ রহমান
এম, এস, এস রাষ্ট্রবিজ্ঞান,
বি, এম কলেজ, রোল নং-৬০৫